ভোরের কাগজ

তারিখ 08 FEB 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একুশের বইমেলা আমাদের সাংস্কৃতিক অহঙ্কার

কাগজ প্রতিবেদক : অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ একুশের বইমেলা এখন পরিণত হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক অহঙ্কারে। গতকাল শনিবার, প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন শেষে একুশে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের সুবিধার্থে আধুনিক বিষয়াবলীতে গ্রহণযোগ্য বাংলা শব্দ চালু করার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ভাষা আন্দোলনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখনো সংগঠিত হচ্ছে এবং আঘাত হানার চেষ্টা করছে। তিনি প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এ সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি তাতে আমাদের জয়ী হতে হবে। এই সংগ্রামে সকলের সহযোগিতা আমরা চাই।

দেশের প্রধান কবি ও বাংলা একাডেমীর সভাপতি শামসুর রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. নীলিমা ইব্রাহিম, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি সৈয়দ ফজলুল হক ও গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্যসচিব হাবিবুল আলম।

কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণআন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, একুশ শুধু একটি সংখ্যা নয়। একুশ আমাদের একসূত্রে গেথেছিল বলেই আজ আমরা স্বাধীন। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বাঙালি জাতি।

তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একুশের চেতনায় সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশে ভবনের উল্লেখ করে বলেন, এই ভবন হবে বাঙালি জাতির হৃৎপিণ্ড। বাংলা ভাষার গবেষণা ও বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বাংলা একাডেমী হবে জাতির প্রাণস্পন্দন।

এবারে ভিন্ন পরিবেশে বইমেলার আয়োজন করায় বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বইমেলার পরিবেশ সুন্দর হওয়া উচিত। বইমেলায় যেন বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রতি পদে অনুভূত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি শামসুর রাহমান বলেন, ভাষা শহীদদের রক্তের ফসল বাংলা একাডেমী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সরকারি মহলে অনেক ক্ষেত্রেই এটি অবহেলিত। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে একাডেমীকে মুক্ত রাখতে হবে। তিনি একাডেমীর শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী একাডেমী প্রাঙ্গণে একুশে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়ে বইমেলার কয়েকটি স্টল পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমী, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্টল থেকে কিছু বই সংগ্রহ করেন।